[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ট্রাকভর্তি হয়ে বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এবছর গুণগত মান খারাপ ও উৎপাদন কম হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী শসা পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষকদের অভিযোগ, এমন পরিস্থিতিতে কৃষি বিভাগ পাশে নেই।

কালিগঞ্জ গ্রামের কৃষক আব্দুর রহিম বলেন, “দুই বিঘা জমিতে শসা লাগিয়েছিলাম। জমি প্রস্তুত, মাচা তৈরি, সার, কীটনাশক মিলে খরচ হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার টাকা। এখন বিক্রির উপযুক্ত সময়, অথচ গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, শসার জালি শুকিয়ে বেঁকে লালচে হয়ে যাচ্ছে। নানা ওষুধ ব্যবহার করেও ফল পাচ্ছি না।

ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান জানান, প্রতিবছর এ সময় কয়েকশ টন শসা ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হতো। কিন্তু এবছর তার অর্ধেকও পাঠাতে পারছি না।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইমরান হোসেন বলেন, অতিরিক্ত রোদ, জমিতে বোরনের ঘাটতি ও একই জমিতে বারবার একই ফসল আবাদ করার কারণে এমনটা হয়েছে। মাটি পরীক্ষা করে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ঝিনাইদহে রোপা আমনে মাজরা পোকার আক্রমণ

ঝিনাইদহে রোপা আমন মৌসুমের শুরুতেই ধানের জমিতে দেখা দিয়েছে মাজরা পোকার আক্রমণ। সদ্য রোপণ করা চারাগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। নানা কীটনাশক ব্যবহার করেও নিয়ন্ত্রণে আসছে না এ পোকা।

এতে উৎপাদন খরচ যেমন বেড়ে যাচ্ছে, তেমনি ফলন নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। কৃষকদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে তারা মারাত্মক লোকসানের মুখে পড়বেন।

জানা গেছে, জেলার শৈলকুপা, সদর, কালীগঞ্জ, হরিণাকুন্ডু, মহেশপুর

ও কোটচাঁদপুর সব উপজেলাতেই একই পরিস্থিতি। ধান গাছের গোড়ায় আক্রমণ করছে মাজরা পোকা। এতে অনেক গাছ শুকিয়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে ধানের স্বাভাবিক বৃদ্ধি। কৃষকরা বলছেন, বারবার কীটনাশক স্প্রে করেও কোনো কার্যকর ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে ঝিনাইদহ জেলার ৬ উপজেলায় ১ লাখ ৪ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের আবাদ হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬৪ হাজার ১৩৯ মেট্রিক টন। তবে মৌসুমের শুরুতেই পোকার এমন আক্রমণ কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

শৈলকুপা উপজেলার নাকোইল গ্রামের কৃষক আব্দুল জলিল বলেন, “ধান রোপণের পর থেকে নিয়মিত যত্ন নিচ্ছি। কিন্তু এখন মাজরা পোকার আক্রমণে অনেক গাছ মরে যাচ্ছে। আমরা যতবার কীটনাশক ব্যবহার করছি, তত খরচ বাড়ছে। কিন্তু ফল পাচ্ছি না। যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে।”

একই এলাকার কৃষক সাইদুর রহমান জানান, “ধানের গোড়ায় পোকা ঢুকে গাছকে সাদা করে দিচ্ছে। এতে পুরো জমি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অনেক টাকা খরচ করেছি কীটনাশকে, কিন্তু কাজ হয়নি। ফলন কম হলে ঋণ শোধ করাই আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।”

কালীগঞ্জ উপজেলার কৃষক রফিকুল ইসলাম বলেন, “আমাদের কৃষির প্রধান ভরসা হচ্ছে আমন ধান। কিন্তু মৌসুমের শুরুতেই যদি পোকা আক্রমণ করে, তাহলে আমরা কীভাবে বাঁচব? সরকারি দিকনির্দেশনা আর সহযোগিতা ছাড়া আমাদের সামনে অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই।”

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান বলেন, “এখনো আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কৃষকরা যদি আমাদের নির্দেশনা মেনে চলেন, তাহলে পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন। আমরা কৃষকদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি।”

মেহেরপুরে আমন ও আউশ আবাদে মাজরা পোকার আক্রমণ

মেহেরপুরে আউশ ও আমন ধানের ক্ষেতে ব্যাপক হারে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করেছে। পোকা দমনে ব্যর্থ হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। সপ্তাহে একাধিকবার বিষ প্রয়োগ করেও পোকা দমন করা সম্ভব হচ্ছেনা। তীব্র গরম ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে পোকার আক্রমণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ।

তবে কৃষি বিভাগ বলছে, অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগ না করে পরিমিত ব্যবহার ও আলোক ফাঁদ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সংরক্ষণ করতে বলা হচ্ছে ক্ষতিকর পোকা খাদক পাখিকেও।

কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, জেলার ৫৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমির মধ্যে প্রায় ২২ হাজার হেক্টরে আউশ এবং ২৭ হাজার হেক্টরে আমন ধান চাষ হয়। চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও তীব্র গরমে বাড়ছে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকার উপদ্রব। যার ফলে আউশ ও আমন ধানের ক্ষেতে বেড়েছে মাজরাসহ বিভিন্ন পোকার আক্রমণ। কৃষকরা জমিতে সপ্তাহে দুবার কীটনাশক প্রয়োগ করেও পোকার আক্রমন ঠেকাতে পারছেন না। দিনের বেলায় কীটনাশক প্রয়োগ করলেও রাতের আধারে ধানের পাতা খেয়ে ফেলছে পোকায়।

এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন চাষীরা। পোকার আক্রমণ ঠেকাতে না পারলে ধানে ব্যাপক ফলন বিপর্যয়ের আশংকা করছেন চাষীরা। আউশ এবং আমন আবাদে চলে কৃষকদের সংসার। পোকার এই আক্রমণ না থামলে জেলার আউশ ও আমন ধানে বড় রকমের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। এ অবস্থায় জেলায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে আশংকা তাদের।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: ইমরান হোসেন বলেন, জেলায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারনে এবং একই জমিতে বারবার একই ফসল উৎপাদন করাই এবছর আমন ও আউশ ক্ষেতে পোকার উপদ্রব বেড়েছে। তবে, পরিমিত পরিমাণ কীটনাশক প্রয়োগ, আলোক ফাঁদ ব্যবহার ও ক্ষতিকারক পোকা খাদক পাখি সংরক্ষণসহ কৃষকদের নানা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আশাকরি আমাদেও পরামর্শ ফলো করছে পোকার আক্রমন কমে আসবে।